দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ FEB 20 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

প্রেমের আবেগ দুঃসময়ে সাথে থাকার প্রেরণা ও অন্যায়কে প্রতিরোধের অজস্র পঙ্‌ক্তিতে কবিরা চিত্ত আকুল করে তোলেন শ্রোতাদের

আশীষ-উর-রহমান শুভ

সকাল থেকেই কবিদের সমাবেশে মুখর হয়ে উঠেছিল উৎসব স্থল। ছুটির দিন বিকাল থেকেই বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন কাব্যানুরাগীবৃন্দ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনের চত্বর সন্ধ্যার আগেই কবি ও কাব্যানুরাগীর উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজধানীসহ দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলো থেকে আগত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিদের সঙ্গে কবিযশপ্রার্থী নবীনেরা একে একে পাঠ করে শ্রোতাদের শুনিয়েছেন তাঁদের কাব্য। প্রেমের আবেগ, নিসর্গের সৌন্দর্য, দুর্যোগ-দুঃসময়ে সাথে থাকার প্রেরণা, অন্যায়কে প্রতিরোধের সাহস জাগানো অজস্র পঙ্‌ক্তিতে বাংলার কবিগণ চিত্ত আকুল করে তুলেছিলেন সমবেত শ্রোতাদের– শুক্রবার সন্ধ্যায়। এদিন ছিল জাতীয় কবিতা উৎসবের সমাপনী অধিবেশন।

জাতীয় কবিতা উৎসবে গতকাল দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচীতে

জাতীয় কবিতা উৎসব

ছিল প্রথম অধিবেশনে দু'টি সেমিনার। সকাল ন'টায় 'নজরুলের উত্তরাধিকার ও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ পড়েন রফিকুল্লাহ খান। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। আলোচনা করেন অধ্যাপক মুস্তফা নূরউল ইসলাম, করুনাময় গোস্বামী এবং মুহম্মদ নূরুল হুদা। 'জীবনানন্দ এবং জীবনানন্দ' শীর্ষক দ্বিতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পড়েন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, আলোচনা করেন ভূমেন্দ্র গুহ, সাযযাদ কাদির, নির্মলেন্দু গুণ।

বিকাল থেকে শুরু হয়েছিল কবিতা পাঠের পর্ব। প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন খালেদা এদিব চৌধুরী, দ্বিতীয় পর্বে এখলাস উদ্দিন আহমদ। সন্ধ্যায় ছিল উৎসবের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার প্রদান। জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি রফিক আজাদ এ পর্বে সভাপতিত্ব করেন। তিনি কবি শামসুর রাহমানের হাতে '৯৭ সালের পুরস্কারের সুদৃশ্য ক্রেস্ট তুলে দেন। পরিষদের সঙ্গে মতবিরোধের কবি শামসুর রাহমান এর আগে এই পুরস্কার গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কবিতা পরিষদ পুরস্কার '৯৮ পেয়েছেন কবি সৈয়দ শামসুল হক। পরিষদ সভাপতি তাঁর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। পুরস্কারের অর্থমান ছিল ২৫ হাজার টাকা। উৎসবের আহ্বায়ক মযহারুল ইসলাম এবং পরিষদের সম্পাদক ডঃ মুহাম্মদ সামাদ কবিদের হাতে চেক তুলে দিয়ে উত্তরীয় পড়িয়ে দেন। এর আগে কবি শামসুর রাহমানের উদ্দেশে সম্মাননা পাঠ করেন কবি বেলাল চৌধুরী এবং সৈয়দ শামসুল হকের উদ্দেশে স্থপতি রবিউল হুসাইন। বিগত ১১টি উৎসবের উদ্বোধক শ্রদ্ধেয় কবি সুফিয়া কামালের বাণী পাঠ করেন তরুণ প্রজন্মের কবি পরিষদের প্রকাশনা সম্পাদক তারিক সুজাত। অসুস্থতার কারণে এবারের উৎসবে তিনি অংশ নিতে পারেননি।

'কবিতা তিমির বিনাশী' শিরোনামে ত্রয়োদশ জাতীয় কবিতা উৎসবে সারা দেশের তিন শতাধিক কবি নাম এন্ট্রি করে কবিতা পাঠ করেন। অতিথি কবি হিসাবে এসেছিলেন ভারতের সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, ভূমেন্দ্র গুহ, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ও বিথী চট্টোপাধ্যায়। নেপালের তুলাসি দিউসা যোশী ও বৈরাগী কাঁইলা। বার্মার কবি মিস রোজালীন। আমন্ত্রিত কবিরা তাঁদের মাতৃভাষায় কবিতা পড়েন। জাতীয় কবিতা পরিষদ আয়োজিত গত ১২টি উৎসবে শুধু বাংলা ভাষাতেই কবিতা পঠিত হয়েছে। এবারেই প্রথম অন্য ভাষার কবিতা পড়া হয়।

'শৃঙ্খল মুক্তির জন্য কবিতা' শ্লোগান নিয়ে ১৯৮৭ সালে যে উৎসব শুরু হয়েছিল, দীর্ঘ ১৩ বছরে তা দেশের কবিদের প্রধান উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সারা দেশের কবিরা সমবেত হন রাজধানীতে। নিজেদের মধ্যে এবং কাব্যানুরাগী পাঠকের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কবিতা উৎসব রাখছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু কবিতার উৎকর্ষ সাধনে এ বিপুল উদ্যাম উৎসব কতটুকু ভূমিকা রাখছে? পরিষদ সভাপতি কবি রফিক আজাদ বললেন, 'কবিতার উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব রাখার কথা আমরা জোর দিয়ে বলছি না। তবে উন্নয়নশীল দেশে যাঁরা শিল্পের চর্চা করেন তাঁদের কোন না কোনভাবে সামাজিক ভূমিকা নিতেই হয়। এসব দেশে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা থাকে না। ফলে শিল্প-সাহিত্য-অর্থনীতি–সব ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক বিকাশ তখন রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সমাজের অগ্রগামী অংশ হিসাবে চিন্তাশীল মানুষদের তখন সমাজিক ভূমিকা রাখতে হয়। কবিতার মতো অনাবিল শিল্পকে যখন সামরিক জান্তা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তখন '৮৭ সালে সামাজিক প্রয়োজনেই কবিরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। আমরাই প্রথম প্রতিবাদ করেছি। এটাই জোর দিয়ে বলার মতো যে, এদেশের কবিরা সমাজের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যাননি। তবে কবিতার মানও কিছু উন্নত হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি এ উৎসবকে ক্রমশ আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে রূপ দেয়ার'। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সামাদ বললেন, আমাদের ১৩ বছরের সাহিত্যিক অর্জন হয়ত রাজনৈতিক অর্জনের মতো নয়, তবে সমাজ-রাষ্ট্রের প্রয়োজনের সময় আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি। তবে আমরা বিশ্বাস করি, কাব্যচর্চার মধ্য দিয়েই কবিতার পালাবদল এবং উত্তরণ ঘটতে পারে। সেজন্য পরিষদ নিয়মিত 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এ ধরনের আরও বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়নের প্রচেষ্টা পরিষদ অব্যাহত রেখেছে। সমাপনী অধিবেশনে পরিষদের নয়া কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, কবি বেলাল চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন মুহাম্মদ সামাদ। এছাড়া এবারই প্রথম কবি শামসুর রাহমানকে প্রধান উপদেষ্টা এবং আবুল হোসেন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সৈয়দ শামসুল হক, ফয়েজ আহমেদ এবং এখলাস উদ্দিন আহমদকে সদস্য করে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। উৎসবের শ্লোগান ছিল 'কবিতা তিমির বিনাশী'। উৎসব শেষে কাব্যানুরাগীরা ফিরছিলেন সেই বিশ্বাস নিয়েই যে, আমাদের কবিরা দুর্যোগ-দুঃসময়ের অন্ধকারে চিরকালই তাঁদের কাব্যের আলোয় দেখাবেন এগিয়ে যাবার পথ।

খ্যাত-অখ্যাত কবিদের মিলনমেলা—জাতীয় কবিতা উৎসবের শেষ দিনে বিভিন্ন জেলার কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠের আগে —জনকণ্ঠ